প্রশংসা
'গুরু' গম্ভীরকে দরাজ সার্টিফিকেট ছাত্র অশ্বিনের
১০

সংবাদ প্রতিদিন

চাষবাস
মসুরের মহিমা
৬

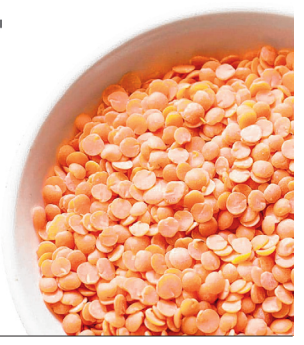

sangbadpratidin.in
epratidin.in
৮ আশ্বিন ১৪৩১
৪.০০ টাকা
কলকাতা সংস্করণ
বুধবার | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
মেঘ-বৃষ্টি
সর্বনিম্ন ২৭°/৩২° সর্বাধিক
১০ পাতা

আর জি করের ভুল, পা কাটা গেল যুবকের

স্টাফ রিপোর্টার : আর জি কর হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি আন্দোলনের সময় তাড়াহুড়ো করে ভুল চিকিৎসার জেরে পা কেটে বাদ দিতে হল দুর্ঘটনাগ্রস্ত এক যুবকের। সময়মতো বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে পা কেটে বাদ না দিলে ওই যুবকের মৃত্যু হতে পারত বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার বাদ দেওয়া পায়ের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে। প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম ওই যুবকের বাঁপায়ে প্লাস্টার করার সময় ভুল চিকিৎসা করায় মাত্র তিন-চারদিনের মধ্যে গোটা অংশ 'গ্যাংগ্রিন' হয়ে গিয়েছিল। তবে পা বাদ যাওয়া যুবকের পরিবারকে কোনওরকম মামলা বা পুলিশে অভিযোগ না করতে অভিযুক্ত চিকিৎসকের তরফে 'ডাক্তার কমিউনিটি'-এর একাংশের মারফত প্রবল চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও যুবকের ঘনিষ্ঠরা ইতিমধ্যে দাবি করেছেন, আর জি করের ওই চিকিৎসকের পরিচয় প্রকাশ্যে আনা হোক এবং 'গাফিলতির বিচার' করা হোক। গোটা ঘটনাটি নিয়ে কলকাতা পুলিশের ফুলবাগান থানা তদন্ত শুরু করেছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি এদিন এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে প্রথম নজরে আনেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ।

ভুল চিকিৎসার জেরে পা বাদ যাওয়া ওই যুবকের নাম সমীরণ রাহা। বয়স ৪৬। আর জি করের নির্যাতিতা ডাক্তার তরুণীর বাড়ি যে সোদপুরে, সেখানকারই এক পল্লিতে তাঁর বাসস্থান। তবে সমীরণের ঠিকানা খড়দহ থানায় পড়ে বলে ফুলবাগান থানা সূত্রে খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর কলকাতার কাশীপুর থানার সাউথ সিঁথি মোড়ে স্কুটি দুর্ঘটনায় গত ১৩ সেপ্টেম্বর গুরুতর জখম হন সমীরণ। বাঁ পা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি এবং সিনিয়র ডাক্তারদের একাংশের সমর্থনের জেরে হাসপাতালের রোগীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল। দীর্ঘক্ষণ এমার্জেন্সিতে থাকার পর এক চিকিৎসক তড়িঘড়ি সমীরণের বাঁ পায়ে প্লাস্টার করে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। ময়নাতদন্তের পর প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, প্লাস্টারের আগে পায়ের ক্ষতস্থানে জীবাণুনাশক যে সমস্ত চিকিৎসা ও প্রক্রিয়া করা প্রয়োজন তা না হওয়ায় গ্যাংগ্রিন সৃষ্টি হয়। বিষয়টিতে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক শুধু নজর দেননি তাই নয়, দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা পরিষেবায় বড়মাপের গাফিলতি ছিল। বস্তুত সেই কারণেই বাড়ি চলে যাওয়ার পরদিন থেকেই সমীরণের দুর্ঘটনাগ্রস্ত পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়। সময় যত এগোতে থাকে ততই ধীরে ধীরে সেই যন্ত্রণার তীব্রতা আরও বাড়ে। পেনকিলার মুঠো মুঠো খেয়েও যন্ত্রণা না কমায় সমীরণের স্ত্রী তাঁকে বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে ১৯ সেপ্টেম্বর ভর্তি করান।

এক্স রে ও অন্যান্য পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নেন, দ্রুত প্লাস্টার কাটতে হবে। সেইমতো বেসরকারি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয় সমীরণকে। কিন্তু প্লাস্টার কেটেই আঁতকে ওঠেন অস্থি বিশেষজ্ঞ ও সার্জনরা। কারণ, গোটা পায়ে হাঁটুর নিচের অংশ কালো হয়ে গিয়েছে এবং গভীরভাবে পচন ধরেছে। ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, হাঁটুর নিচ থেকে তখনই কেটে বাদ না দিলে যুবকের প্রাণহানির সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সমীরণের স্ত্রী ও পরিজনের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসকরা বাঁপায়ের হাঁটুর নিচ থেকে কেটে বাদ দেন। মঙ্গলবার কাটা পায়ের অংশ ময়নাতদন্তে পাঠান চিকিৎসকরা। কারণ, চিকিৎসকের গাফিলতিতে ভুল চিকিৎসায় যেহেতু অঙ্গহানি হয়েছে তাই 'মেডিকো-লিগ্যাল' মামলার কথা মাথায় রেখে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে কাটা পায়ের ময়নাতদন্ত হয়েছে। ফুলবাগান থানা সূত্রে খবর, ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পর সমীরণের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হলে মামলা শুরু করবেন তদন্তকারীরা। তবে তার আগে যাবতীয় তথ্য ও রিপোর্ট

পাঁচের পাতায়

আন্দোলনের মধ্যেই অবহেলা

- সিঁথির মোড়ের কাছে স্কুটি দুর্ঘটনা।
- কাশীপুর থানার পুলিশ নিয়ে যায় আর জি কর হাসপাতালে।
- কোনওরকমে পায়ে প্লাস্টার করে বিদায়।
- দু'দিন পর যন্ত্রণা, পচা গন্ধ।
- বেসরকারি হাসপাতালে কাটা হল প্লাস্টার।
- পায়ে গ্যাংগ্রিন, না বাদ দিলে জীবন সংশয়।
- ফুলবাগান থানা কাটা পা এন আর এসে নিয়ে গেল ময়নাতদন্তের জন্য।

হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট

উচ্চ প্রাথমিকে ১৪ হাজার নিয়োগে আর নেই বাধা

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : পুজোর আগে সুখবর। উচ্চ প্রাথমিকের ১৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগে আপাতত আইনি বাধা কাটল। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে যে মামলা দায়ের হয়েছিল, তাতে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হল না সর্বোচ্চ আদালত। ফলে

- ২৮ আগস্ট কলকাতা হাই কোর্ট উচ্চ প্রাথমিকে ১৪ হাজার ৫২টি শিক্ষক পদে নিয়োগের নির্দেশ দেয়।
- নিয়োগে সংরক্ষণ নীতি মানা হয়নি এই অভিযোগ তুলে কয়েকজন পরীক্ষার্থী সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। ফলে এই নিয়োগে আর কোনও বাধা রইল না।

এসএসসি-র মেধাতালিকা প্রকাশ করতে আর কোনও বাধা থাকল না। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ মতো যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল, সেই অনুযায়ী বুধবারই মেধা তালিকা প্রকাশ করবে এসএসসি। যদিও চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, শুধু মেধাতালিকা প্রকাশ করলে হবে না, নিয়োগ প্রক্রিয়াও শীঘ্র শুরু করতে হবে।

চলতি বছরের ২৮ আগস্ট কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দেয় ১৪ হাজার ৫২টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে। ফলে দীর্ঘ আট বছরের অপেক্ষার পর ওই খালি পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে এসএসসি। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আসে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।

পাঁচের পাতায়

এক ঝলক

পুজোয় ছুটি বাতিল পুলিশের

■ কলকাতা : পুজো উপলক্ষে আগামী ১ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশকর্মীদের ছুটি বাতিল করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার এবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এই সময়ের মধ্যে কোনও পুলিশকর্মীকে ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। প্রতি বছরই অবশ্য পুজোর সময় পুলিশে ছুটি নিয়ন্ত্রণ করে সরকার।

সিদ্দার বিরুদ্ধে তদন্ত বহাল

■ বেঙ্গালুরু : হাই কোর্টে ধাক্কা খেলেন কর্নাটকের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। মাইসুরু আরবান ডেভলপমেন্ট অথরিটির (এমইউডিএ) জমি কেলেঙ্কারিতে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলট। এই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মঙ্গলবার তাঁর সেই আবেদন খারিজ করে দিল আদালত।

কেরলে ধর্ষণে ধৃত বাম বিধায়ক

■ এর্নাকুলাম: ধর্ষণের মামলায় শেষপর্যন্ত গ্রেপ্তার হতে হল কেরলের সিপিএম বিধায়ক তথা অভিনেতা এম মুকেশকে। মালয়ালি চলচ্চিত্র জগতের একাধিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্তার অভিযোগ নিয়ে শোরগোল দেশজুড়ে। হেমা কমিটির রিপোর্টে অভিযুক্ত হন মুকেশ। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের এফআইআর রুজু হয়। তবে আগাম জামিন থাকায় মুকেশ এদিনই ছাড়া পেয়েছেন।

লখনউয়ে ফের ছাত্রী গণধর্ষিতা

■ লখনউ : স্কুল থেকে ফেরার পথে মঙ্গলবার গণধর্ষিতা হল নাবালিকা ছাত্রী। ঘটনা উত্তরপ্রদেশের লখনউ জেলায়। ১৪ বছরের কিশোরী পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। স্কুল থেকে ফেরার সময় দুই ব্যক্তি তাকে অপহরণ করে গাড়িতে তুলে একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। একজন ধরা পড়েছে। উল্লেখ্য, চলতি মাসের গোড়ায় লখনউয়ে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল।

যারা জল ছেড়ে লোক মারে, তাদের আমি চাই না: মমতা

বন্যায় মৃত ২৮ জনের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণ ২ লক্ষ টাকা করে

কিংশুক প্রামাণিক
বোলপুর

যে সংস্থা জল ছেড়ে মানুষ মারে, তাদের আমরা চাই না। ডিভিসি নিয়ে সুর আরও সপ্তমে তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ডিভিসি তাদের হেড অফিস কলকাতা থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করে মমতার জবাব, ''যাক গে, আমার কী যায় আসে।'' এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, ''আমাদের সেক্রেটারি পদত্যাগ করে দিয়েছে। সবই তো কলকাতা থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। বাকি কী আছে? কলকাতায় একটা বিল্ডিং পড়ে থাকল, আর কলকাতার কথাই শুনবে না। জল ছেড়ে লোক মারবে। মানুষ আগে? না বিল্ডিংয়ের কাঠামো আগে?''

বন্যা কবলিত এলাকা সফরে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুর থেকে পৌঁছন বোলপুরে। গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে বীরভূম জেলার মন্ত্রী, সাংসদ, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে এক বৈঠকে তিনি মূলত ত্রাণ ও পুনর্গঠনে জোর দেন। পরে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, ''বন্যায় মৃত ২৮ জনের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার। এছাড়া বাড়ি তৈরি-সহ যা যা করার দরকার, দুর্গত পরিবারগুলির জন্য, করা হবে।'' এরপরই ডিভিসি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতেই তিনি যেন প্রস্তুতই ছিলেন। গতকাল বলেছিলেন, ডিভিসিকে বিক্রি করার চেষ্টা হচ্ছে। এদিন মমতা বলেন, ''ডিভিসি কর্পোরেট হয়ে গিয়েছে। এখন ওরা পাওয়ার বিক্রি করে। ডিভিসিকে বিক্রি করা হবে। খদ্দের ঠিক করা আছে।'' তিনি আরও বলেন, ''ডিভিসি তৈরি হয়েছিল মানুষকে বাঁচানোর জন্য। ৪ লক্ষ কিউসেক জল ধারণের ক্ষমতা ছিল। তা ২০ শতাংশে এসে নেমেছে। ২০ বছর ড্রেজিং হয় না। আমরা বারবার বলছি, যখন ৮০ শতাংশ জল ভরবে তখন ১০ হাজার কিউসেক করে ছাড়া হোক। এবার তো তিনতলা সমান ঢেউ এসেছে। আমরা আগে থেকে ব্যবস্থা করেছিলাম বলে, মানুষ রক্ষা পেয়েছে।'' মমতা এও বলেন, ''আমি বাংলাকে তো পাহাড় বানাতে পারব না। ইতিহাস, ভূগোল, বাতাস আমার হাতে নেই। ডিভিসির জল, ফরাক্কার জল, নেপাল-ভুটানের জলে বাংলা ভাসে।''

দুর্গাপুর থেকে বীরভূম আসার পথে বহু মানুষ মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। বোলপুর থেকে ইলামবাজার, পানাগড় হয়ে কলকাতা ফেরার পথের ছবিটাও ছিল একইরকম। বৃষ্টিস্নাত দিনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার তাগিদ ছিল লক্ষণীয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ''এই বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে পুজোর শুভেচ্ছা

পাঁচের পাতায়

■ বোলপুরে গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে মুখ্যসচিব ও জনপ্রতিনিধিরা।

ফের বেলাইন রেল, তীব্র কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি ও সিউড়ি : উত্তরবঙ্গে ফের রেল দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে ঢোকার মুখেই অসম থেকে এনজেপিগামী একটি মালগাড়ির ছ'টি ওয়াগন বেলাইন হয়। বেলাইন বগিগুলি ছিটকে পড়ায় দুটি লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ওই রুটে বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। ফের এই রেল দুর্ঘটনা নিয়ে কড়া ভাষায় কেন্দ্রকে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বোলপুরে এদিন তিনি বলেন, ''আবার একটা ট্রেন বেলাইন হয়েছে। রেলের এ কী অবস্থা! রোজ একটা ট্রেন বেলাইন হচ্ছে। বেলাইনে তো বিশ্বরেকর্ড করছে!''

প্রায় ছ'ঘণ্টা পর ওই রুটে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হলেও ফের দুর্ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে মালগাড়ির ওয়াগনে যান্ত্রিক কিছু ত্রুটি পাওয়া গিয়েছে। তবে সেই কারনেই এই দুর্ঘটনা কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে ডি আর এম(আলিপুরদুয়ার) অমরজিৎ গৌতম জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ১৩ জানুয়ারি নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনের দেড় কিলোমিটার দূরে অসমগামী বিকানের এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ায় ৯ জনের মৃত্যু হয়। এদিনের ঘটনায় অবশ্য প্রাণহানির খবর নেই। এদিনের দুর্ঘটনা নিয়ে রেলমন্ত্রককে একাহাত নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ''আমি যখন রেলমন্ত্রক চালাতাম, বাংলাকে ২ লক্ষ কোটি টাকার প্রোজেক্ট দিয়েছিলাম। তখন একটা আরশোলা বেরোলেও সংবাদমাধ্যমে বড়-বড় করে দেখাত। এখন রোজ রোজ ট্রেন বেলাইন হচ্ছে। মানুষের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। ট্রেনে চড়তে ভয় লাগে! এখন কোথায় রেলমন্ত্রী? শুধু ভোট চাইতে এলেই হবে? বিপদে মানুষের পাশে থাকতে হবে।''

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার থেকে আসা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনচত্বর। প্ল্যাটফর্ম এলাকায় প্রাতভ্রমণে আসা স্থানীয় বাসিন্দা নীতিশ চন্দ্র ডাকুয়া বলেন, ''প্রথমে বিকট শব্দ।

পাঁচের পাতায়

■ ময়নাগুড়িতে বেলাইন মালগাড়ি।

মুখে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা, ঘরবন্দি থাকলেন কেষ্ট

■ মেয়ে সুকন্যাকে নিয়ে বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়িতে অনুব্রতকে স্বাগত জানালেন তৃণমূলকর্মীরা। মঙ্গলবার। —প্রতিদিন চিত্র

দেব গোস্বামী
বোলপুর

নকুল দানা, বাতাসা ঘুরল হাতে হাতে। বাজল চড়াম চড়াম ঢাকও। মহিলাদের শঙ্খ-উলুধ্বনি, হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে সবুজ আবির মেখে দু'বছর পর বাড়ি ফিরলেন গরু পাচার মামলায় জামিনপ্রাপ্ত বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। সঙ্গে তাঁর কন্যা সুকন্যা, তিনিও তাঁর বাবা জামিন পাওয়ার কয়েকদিন আগে জেল থেকে বেরিয়েছেন। কলকাতা বিমানবন্দরে ভোরে নামার পর সোজা বোলপুরের নিচুপট্টিতে নিজের বাড়িতে ঢোকার সময় হাজির কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নাড়লেন অনুব্রত ওরফে কেষ্ট মণ্ডল। দলের প্রতি আস্থা রেখেই বললেন, ''তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি সম্মান করি। তিনিও আমাকে ভালোবাসেন।'' বাড়িতে ঢোকার সময় জেলার নেতা-মন্ত্রীরা দেখা করতে এলেও তিনি হাত নেড়ে তাঁদের চলে যেতে বলেন। ফিরে যান মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরিও। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যাবিধ্বস্ত বীরভূমের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক করার পর কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি অনুব্রতর। তবে অনুব্রত বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। ওঁর সঙ্গে মানুষ আছেন।'' তারপর অনুব্রত সেই যে ঘরে ঢুকলেন, গৃহদেবতাকে পুজো-পাঠ করে ঘরোয়া খাবার খেয়ে সারাদিন ঘরবন্দি করে রাখলেন নিজেকে।

অনুব্রত ও মেয়ে সুকন্যা বোলপুরে নিচুপট্টিতে প্রবেশ করা মাত্রই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। কেউ কেউ সুকন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের জলও ফেলেছেন। কার্যত আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী রইল বোলপুর। সকাল থেকেই স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে জেলার কর্মী-সমর্থকরা এসে ভিড় করেন অনুব্রতকে স্বাগত জানাতে। গোটা নিচুপট্টি এলাকা ভরিয়ে দেওয়া হয় অনুব্রত মণ্ডলের পোস্টার ও দলীয় পতাকায়। ভিড় ঠেলে অনুব্রতকে নিয়ে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে।

পাঁচের পাতায়

দুর্নীতিতে দলে বহিষ্কৃত পুরপ্রধান, পঞ্চায়েত কর্তা পদচ্যুত

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো: সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে উত্তরবঙ্গের মাল পুরসভার চেয়ারম্যানকে দল থেকে বহিস্কার করল তৃণমূল। পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে কমলাগাঁও সুজালি পঞ্চায়েত এলাকায় আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে প্রধানকেও সরিয়েছে দল। তাঁর স্বামীকে অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিক্ষোভের জেরে ওই প্রধান ও তাঁর স্বামী পুলিশের উপস্থিতিতে এদিনই কয়েকজনের টাকা ফেরাতে বাধ্য হয়েছেন।

এদিকে জলপাইগুড়ির মাল পুরসভায় আবাসন, মার্কেট কমপ্লেক্সে স্টল বন্টনে প্রায় ১২০ টাকা তছরূপে অভিযুক্ত সেখানকার চেয়ারম্যান তথা জেলা কমিটির সদস্য স্বপন সাহা। এই নিয়ে হাইকোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলাও দায়ের হয়। তার জেরে আদালত বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেয়। সোমবার মাল পুরসভায় সেইসব নথি খতিয়ে দেখতে একটি দল পাঠায় নগর উন্নয়ন দপ্তর। সেই টিম প্রাথমিক রিপোর্টে স্বপন সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা রয়েছে

পাঁচের পাতায়